দুটি কিশোর থ্রিলার

ব্লাডমানি

অ্যালেক্স ইন ডেঞ্জার

অরুণ কুমার বিশ্বাস

বেঙ্গলবুকস

এক

চাঙ্গি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, সিঙ্গাপুর।

কুয়ালালামপুর থেকে মাত্র মিনিট ত্রিশেক বিমানযাত্রা। সিল্‌ক এয়ারের সান্ধ্যকালীন ফ্লাইটে চাঙ্গি বিমানবন্দরে এসে নামল দীপ্র ও কায়েস। সুন্দর সুপরিসর বিমানবন্দর চাঙ্গি, সিঙ্গাপুর শহরের পুব সীমান্তে এর অবস্থান। মোট চারখানা টার্মিনাস ফুলটাইম যাত্রীসেবা দিয়ে যাচ্ছে। চৌকস প্যাসেঞ্জার হান্ডেলিং সিস্টেম আছে তাই লাগেজ কাটা বা চুরির কোনও সম্ভাবনাই নেই এখানে। আরও আছে দুটো সমান্তরাল রানওয়ে। সাব-রিজনাল 'হাব' হিসেবে দুনিয়ার নামিদামি সব এয়ারলাইনস এখানে যাতায়াত করে। কোয়ান্তাস, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, লুফ্‌টহানসা, এয়ার কানাডা, জেটএয়ার, ভার্জিন আটলান্টিক চাঙ্গি এয়াপোর্টের উল্লেখযোগ্য এয়ারলাইনস।

দীপ্রদের বাড়তি লাগেজের ঝামেলা নেই, তাই ইমিগ্রেশন চেক-আউট শেষ করে চেপে বসল অ্যারোট্রেনে। চাঙ্গি এয়ারপোর্ট যাত্রীদের মনের ভাষা বোঝে। তাই ভ্রমণ-ক্লান্ত

প্যাসেঞ্জারদের হাঁটার কষ্ট লাঘবের জন্য বিভিন্ন টার্মিনাসে পাঁচ মিনিট পরপর অ্যারোট্রেন চলাচল করে। রো রো ফেরির মতো উভয় দিকে সদা-চলমান এই ট্রেন তোমাকে বাস বা ট্যাক্সি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে। সেখানে ভাড়া নিয়ে দরাদরির কোনও সুযোগ নেই। মিটারে যা উঠবে তাই। বাসের টিকিট আগেই কাটতে হয়। বাসে কোনও কন্ডাক্টর থাকে না। বলে রাখা ভালো, এশিয়ার সবচে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ সিঙ্গাপুর। এখানে সবাই কাজ করে, তাই আইন ভাঙা বা কেউ কারো ক্ষতির চিন্তার অবকাশ পায় না। তবে আইন ভাঙলে তার শাস্তি চরম। গাঁজা-হেরোইনের কেসে একটাই পানিশমেন্ট—মৃত্যুদণ্ড।

ওরা এখন আছে চাঙ্গিতে। এটি মূলত একটি দ্বীপ। এমন তেষট্টিখানা দ্বীপ নিয়ে সিঙ্গাপুর। পুরোটাই শহর, গণ্ডগ্রামের বালাই নেই। আয়তন মাত্র সাতশ দশ স্কয়ার কিলোমিটার। বলা যায়, আড়াইখানা ঢাকা শহরের সমান। ছোট ছোট দ্বীপগুলো ওরা এমন সুন্দর সাজিয়েছে! দেখে সত্যি হিংসা হয়।

উড়ালযান চাঙ্গির মাটি স্পর্শ করার সময় কায়েস সিঙ্গাপুরের ঝকমকে চেহারা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে। দেখেছিস দীপ্র, কাণ্ড দেখেছিস! সামান্য এক চিলতে জমিনে ওরা কী না করেছে। র‍্যাফেল্‌সের মতো অত্যাধুনিক হাসপাতাল, হোটেল থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বোচ্চ নাগরদোলা সিঙ্গাপুর ফ্লাইয়ার এখানে আছে।

ইচ্ছে আর প্রযুক্তি, বুঝলি! সদিচ্ছা থাকলে অভিধান

বললেন, কোথায় যাবে তোমরা?

ওরা দুজন দুজনের দিকে তাকায়! যেন নির্বোধ বাছুরের দৃষ্টি। তাই তো, কোন চুলোয় যাবে ওরা নিজেরাই জানে না। এসেছে সিঙ্গাপুর দেখতে। শুনেছে একরত্তি শহর। তাই কোনও এক জায়গায় থাকলেই হয়। প্রয়োজনে হেঁটে শহর দেখবে। নিজের পায়ে হাঁটলে নিশ্চয় পয়সা দিতে হয় না।

ভদ্রলোক বুদ্ধিমান। ওদের নীরব নির্বিকার চাউনি দেখে বুঝে নিলেন, পয়সার সমস্যা আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাজেট হোটেল চাও তো! ব্যাকপ্যাকার্স?

ব্যাকপ্যাকারস মানেটা কায়েসের জানা ছিল। কোনও একটা ওয়েস্টার্ন উপন্যাসে পড়েছে। অনেকটা যেন 'উঠল বাই তো কটক যাই'। ইচ্ছে হলো আর পিঠে ঝোলানো ব্যাগখানা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সাথে সামান্য কিছু জামাকাপড়, নো প্ল্যান, নো প্রিপারেশন।

কায়েস প্রেমকাতর রাজহাঁসের মতো মাথা দোলায়। মানে ওরা সস্তায় হোটেল চায়।

ওকে, নো প্রবলেম। দেন গো টু লিটল ইন্ডিয়া। ভদ্রলোক ওদের গায়ের রং দেখে নিশ্চয় ভারতীয় মনে করেছেন।

কী করে যাব? আদুরে গলায় দীপ্র জানতে চায়। আঃ ন্যাকা! কিচ্ছু জানে না। এখনও ফিডার খায়!

ভদ্রলোক নিজে থেকে বললেন, ট্যাক্সিফ্যাক্সির দরকার নাই। অনেক ভাড়া উঠবে। তোমরা বরং এক্সপ্রেস বাসে

বেশ ফাঁপরে পড়েছিল, তাই একই রকম রেখে দিয়েছে।

ফর এগ্‌জামপল? কায়েস কেশে জানতে চায়।

এই যেমন ধর ঘেরাও, ব্যারিকেড, পণ্ডিত, আগ্রাসন ইত্যাদি। ভদ্রলোকের সহযোগিতার কথা স্বীকার করে দীপ্র।

অ্যা রিয়েল জেন্টেলম্যান! ব্যস্ততার মাঝেও তিনি এতটা সময় ওদের দিলেন। কৃতজ্ঞতায় কায়েসের চোখ আর্দ্র হয়। সত্যি, কিছু ভালো মানুষ এখনও আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি।

ওরা মন থেকে তাঁকে ধন্যবাদ দেয়।

ওকে মাই বয়েজ, হ্যাভ অ্যা নাইস টাইম ইন সিঙ্গাপুর। দেখে মনে হয় ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড কারেজাস! এই নাও আমার ভিজিটিং কার্ড। সময় পেলে এসো একবার। উই উইল ডাইন টুগেদার।

ওরা একযোগে মাথা নাড়ে। সেই সাথে একটা ইংলিশও শেখা হলো। ওরা কেবল ডিনার শব্দটাই শুনেছে। ওটার ক্রিয়াপদ যে 'ডাইন' জানা ছিল না।

ভদ্রলোকের নাম ফিল নাইট। সওদাগরি অফিসে চাকরি করেন। ডেপুটি চিফ। বেশ কেষ্টবিষ্টু মানুষ। তবে তার মনটা একদম ফ্রেশ।

মেরিনা বে থেকে ওরা এমআরটি বদল করে। নর্থ-ইস্ট লাইনের অটোমেটিক রেন্টিং মেশিনে ডলার ঢুকিয়ে টিকেট কেটে সেরাঙ্গুনের উদ্দেশে রওনা হয়। ফেরার পার্ক থেকে বুন কেং ও পোটং পাসির হয়ে সেরাঙ্গুন

রোড। মোস্তাফা সেন্টার সেখান থেকে দূরে নয়। ওরা হেঁটেই রওনা দেয় বাজেট হোটেলের খোঁজে। একজন বলল, টেক্কা সেন্টার ওদের জন্য সাশ্রয়ী হবে। কিন্তু গিয়ে দেখে টেক্কা বাজেট হোটেল থেকে এখন থ্রি-স্টার বনে গেছে। রুম রেন্ট পার নাইট দু'শ ডলার।

লোকটা মিথ্যে বলল, নাকি ওর ইনফরমেশন ডাটাবেজ আপডেট করা হয়নি। তাই হবে। দুনিয়া থেমে নেই। তাই সময়ের সাথে তাল মেলাতে তোমার জ্ঞানভান্ডার মাঝে মাঝে পরখ করতে হবে। আর এ কাজে তোমাকে হেল্প করবে ইন্টারনেট বা অন্তর্জাল।

এবার কী করি বল তো? দীপ্র কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। খিদেও পেয়েছে খুব। পেটের ভেতর ডজনখানেক ছুঁচো-টিকটিকি হকি খেলছে। কিন্তু ফ্রেশ না হয়ে কিছু মুখে রুচবে না। আধঘণ্টার ফ্লাইটে সিল্‌ক এয়ার সামান্য নাশতা দিয়েছে। ছোটলোক এয়ার লাইনস। গালাগাল দেয় কায়েস।

চল, মোস্তাফা সেন্টারে যাই। ওখানে নিশ্চয় বাঙালি সেল্‌সম্যান আছে। তারা কিছু একটা বুদ্ধি বাতলে দেবে।

তাই চল। কায়েসের সাথে একমত দীপ্র। তবে তার আগে কিছু খেতে পেলে হতো।

ব্যস, মন চাইলে কী না হয়! সেরাঙ্গুন রোডে ইন্ডিয়ান বাঙালি প্রচুর। আর আছে সাউথ ইন্ডিয়ান তামিল। পুরো এলাকাজুড়ে ধূপ-ধুনোর চড়া গন্ধ। ধূপের গন্ধ কায়েসের ঠিক পছন্দ নয়।

দীপ্রর মুখেও চওড়া হাসি। নে নে, খেয়ে নে দোস্ত। মাগনায় এমন পেটপুরে প্রসাদ! খোঁজ নিতে হবে, কখন কখন হয়। পুজো করবে ওরা, আমরা প্রসাদ খাব। খাবারে তো আর কারো নাম লেখা নেই। খোদা মিলিয়ে দিচ্ছেন, আমরা খাচ্ছি।

ভরপেট খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে ওরা মন্দির ছাড়ল। এবার আস্তানা খুঁজতে হবে।

দুই

রেসকোর্স রোডে পেন্টা হোটেল। ভাড়া যথারীতি ওদের নাগালের বাইরে। ডাবল বেড একশ ত্রিশ ডলার।

না, হচ্ছে না। ওরা ট্রলিব্যাগ টেনে নিয়ে এগোয়। বাবু লেনে আছে গ্রান্ড চ্যান্সেলর'স কটেজ। কায়েস নিষেধ করে, গ্র্যান্ড বাদ দে রে দোস্ত। আমরা অত দরের লোক নই। তারপর আবার চ্যান্সেলরস চয়েস! নিশ্চয় জার্মানির চ্যান্সেলর মিস এঞ্জেলা মেরকেলের জন্য বানিয়েছে। ঝা-চকচকে বাইরেটা দেখেছিল! নাম দিয়েছে কটেজ! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন নয়, পদ্মলোচনের নাম কানা

নয়। রুম না বলে বরং খুপরি বলা ভালো। এ নিয়ে কিঞ্চিত মনক্ষুণ্ন কায়েস। দীপ্র বলল, দোস্ত, কথায় বলে—যত গুড় তত মিঠা। গুড় কম ঢাললে পায়েস মিষ্টি লাগবে কী করে!

কিন্তু কায়েস এসব শুনতে রাজি নয়। সে টক দইয়ের মতো টকানো গলায় গাইলো, টাকা তুমি সময়মতো আইলা না! পরে সে সখেদে বলল, ভুলটা আমাদেরই দোস্ত। একখানা জামার কাপড় দিয়ে বাপ-বেটা দুজনের জামা বানাতে গেলে এমনই হয়। আমরা মালয়েশিয়া ঘুরতে এসে মিনি লন্ডনে হাজির।

ওরা ফ্রেশট্রেশ হয়ে ঘুমোতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক তখনই দরজায় টোকা। ঠক ঠক।

এত রাতে কে এল আবার! দীপ্র কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে, প্রায় বারোটা।

ভুল করে দরজা ঠুকছে হয়তো! এত রাতে পা ধরে কাঁদলেও রুমবয় আসবে না। কায়েস বলল।

আবারও দরজায় টোকা। ঠক ঠক!

দেখ তো, কে!

কায়েস এগিয়ে যায়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দুজন। দুই বোন বলেই মনে হয়।

ইয়েস? হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ? চোস্ত ইংরেজিতে চোখ নাচিয়ে বলে কায়েস।

না মানে, নতুন উঠলেন কি না। তাই একটু আলাপ করতে এলাম। বলতে পারেন কার্টেসি ভিজিট। ওদের চমকে দিয়ে খাঁটি বাংলায় বললেন এক ভদ্রমহিলা।

আপনারা বাঙালি! দীপ্র বিস্ময় লুকোতে পারে না। অবাক হবারই কথা। এদের দেখতে মোটেও বাঙালির মতো লাগে না। গায়ের রং বাড়াবাড়ি রকম উজ্জ্বল। পরনে দামি জিন্স-টপ্স, পায়ে পেন্সিল-হিল লাগানো ক্লার্কের জুতো, ঠোঁটে গাঢ় মেরুন লিপস্টিকের ছোঁয়া। এক কথায় গর্জিয়াস!

এত রাত্তিরে কায়েসের এমন নাটুকে ডায়ালগ ভালো লাগেনি। আরেকটু হলেই সে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু দীপ্র ওদের সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আসুন, আসুন না ভেতরে!

থ্যাংকস! আসলে আমরা বাঙালি নই। সিঙ্গাপুরিয়ান। তবে আমার ফোরফাদার্স দিল্লিতে থাকতেন। আমার দাদি ছিলেন বাঙালি। ওর চেষ্টাতেই বাংলা শেখা—মহিলা বললেন। বাংলা শিখে তিনি নিজে ধন্য হয়েছেন, নাকি ওদের ধন্য করেছেন ঠিক বোঝা গেল না।

কায়েস কিছুটা বিরক্তি নিয়ে ঋজু কণ্ঠে বলল, আমরা খাঁটি বাঙালি। বাংলাদেশ থেকে এসেছি। এ কে, আপনার বোন বুঝি?

নো নো। শি'জ মাই ডটার, পাওলি। আসলে আপনাদের কোনও দোষ নেই। অনেকেই এমন ভুল করে। মায়ের এলোমেলো ভাব দেখে মেয়েটা লজ্জা পেল। বয়স আর কত। ওদের মতো বা আরও ছোট হবে। স্কুলের চৌকাঠ এখনও পেরোয়নি বলেই মনে হয়!

ওরা নিজেদের পরিচয় দিল। এখানে বেড়াতে এসেছে

বা বিলাপ নয়, এর নাম প্রলাপ। আমার মনে হয় মহিলার মাথায় কিছু গন্ডগোল আছে। নইলে মাঝরাত্তিরে দু-দুটো জলজ্যান্ত শেয়ালের কাছে কেউ মুরগি চেনাতে আসে। বোকা গাধি কোথাকার! গাধার স্ত্রীলিঙ্গ গাধি, তাই তো!

অবজেকশন্স মাই ফ্রেন্ড। মোটেও আমি নিজেকে ফক্স, আই মিন শেয়াল মনে করি না। তা ছাড়া পাওলি মাইনর গার্ল। ওকে নিয়ে কোনও ভাবনা চলে না। গম্ভীর স্বরে বলল দীপ্র। ফিচেল কায়েসকে সে খানিক হেনস্তা করতে চায়।

একেবারে বোল্ড আউট। ক্লিন বোল্ড যাকে বলে। কায়েস তাই প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, আরও একটা খটকা আছে দোস্ত।

কী খটকা?

মহিলা বললেন, তিনি সিঙ্গাপুরের সিটিজেন। কিন্তু হোটেলে আছেন কেন! তাও শুধু মেয়েকে নিয়ে!

রাইট! ঠিক ধরেছিস! মহিলা আমাদের বোকা পেয়ে ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু তাতে ওর লাভ?

বলেছি না, মহিলার মাথায় গন্ডগোল আছে। নির্ঘাত তারছেঁড়া।

সত্যি তাই! নাকি কাহিনি গোলমেলে! বিপদ আমাদের পিছু ছাড়ে না। দেখ এখানে আবার কোন বিষম বিপদে ফেঁসে যাই। খুব সাবধান কায়েস। নিজেকে মোটেও শেয়াল ভাবিস না। অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়ে, জানিস তো!

কায়েসের খুব জানার ইচ্ছে এত রাত্তিরে এরা লেফ্‌ট রাইট করছে কেন!

ওর মনের ভাব বুঝতে পেরেই হয়তো তিনি বললেন, আমরা ঘুমোবার আগে একটু নাইটওয়াক করছি। এতে শরীর ভালো থাকে। মুটিয়ে যাবার চান্স কম। ঘুমও ভালো হয়।

ইয়েস। ম্যাম্মির আবার খানিক অ্যানোরেক্সিয়া আছে তো! ডিনার মিস হলেও নাইটওয়াকে কোনও ব্যত্যয় নেই।

কায়েস 'অ্যানোরেক্সিয়া' মানে জানে। বাংলাদেশের নায়িকাদের যদি এই রোগ খানিক থাকত! তাহলে ওদের দেখতে অমন বেঢপ লাগত না। অ্যানোরেক্সিয়া মানে মুটিয়ে যাবার ভয় এবং সেই কারণে খাবারে ইচ্ছাকৃত অনীহা।

কায়েস সাহস করে ওদের ঘরে ঢোকেনি। বিদেশ-বিভূঁইয়ে এসে অত সাহস ভালো নয়। কে জানে, এরা আবার কোনও ছেলেধরা বা আদমপাচার চক্রের সদস্য কি না।

পরদিন সকালে সিঙ হোটেলের কমন রেস্তোরাঁয় পাওলিদের সাথে পুনরায় দেখা। ভদ্রমহিলা সাউথ ইন্ডিয়ান ড্রেস পরেছেন। ঘাঘড়া বা লেহেঙ্গা টাইপ কিছু। বাকল ছাড়ানো সেগুন গাছের গুঁড়ির মতো পা দুখানা বেরিয়ে আছে। বড্ড বিশ্রী লাগছে দেখতে। পাওলির পরনে সালোয়ার কামিজ। নাহ, মেয়েটা সত্যি সুন্দর। মিছে

কায়েসকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

'অ্যা থিঙ অফ বিউটি ইজ জয় ফর এভার।' কে লিখেছেন বল তো! কায়েসের ইংরেজি জ্ঞান যাচাই করে দীপ্র। এই বয়সেই ও অনেক ইংলিশ ক্ল্যাসিক পড়ে শেষ করেছে।

জন কিট্স। বিখ্যাত রোম্যান্টিক পোয়েট। ঝটপট জবাব কায়েসের।

কায়েস মজা করে বলল, অ্যা বিউটিফুল থিঙ ইন হোটেল সিঙ—মিস পাওলি।

তোমরা কোথায় বেরোচ্ছ? আমাদের নেবে সাথে? নাশতার টেবিলে মহিলা আগবাড়িয়ে বলল। ওরা তাজ্জব। বুঝতে পারছে না মহিলার প্রবলেম কোথায়! এ যেন 'পড়েছ মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে'। পেটে খিদে থাক বা না-ই থাক।

দীপ্র ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, ম্যাম, আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হলো না। কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে।

সরি গাইজ। আমি মালিনি। চাইলে তোমরা মলি বলে ডাকতে পারো।

কায়েস মনে মনে বলে, বয়েই গেছে। আমরা কি তোমার বয়ফ্রেন্ড যে মালিনির 'ইনি' কেটে দিয়ে স্রেফ মলি বলে ডাকব। তাহলে তোমার মেয়েটা রয়েছে কেন!

দীপ্র আসলে কেটে পড়তে চাইছিল, কিন্তু পারছে না শুধু পাওলির জন্য। ওর সাথে কথা বলে বেশ লাগছে। মেয়েটা

তিন

সৌখিন পর্যটকদের জন্য 'হপ-অন হপ-অফ' সিটি সাইট-সিইঙ ট্যুর সবচে ভালো বেড়ানোর প্যাকেজ। পাওলি বলল। দামেও সস্তা। পার হেড ত্রিশ ডলার।

টপলেস বাস। যেখানে খুশি নামো, আবার দেখাটেখা শেষে উঠে পড়ো একই কোম্পানির অন্য কোনও বাসে। বড়সড়ো শহর, সব মিলিয়ে সাতশ স্কয়ার কিলোমিটার আয়তন। সারা দিনের জন্য টিকেট। দুপুরে এক জায়গায় খেয়ে নিলেই হয়।

পাওলি ওদের গাইড। সে বাংলা ইংরেজি দুটোই বলে ভালো। তাই ভাষাগত কোনও সমস্যা নেই। বেশ মিশুকও। সাইট সিইঙের সাথে ওরা সিঙ্গাপুর ফ্লাইয়ার, হিপো রিভার ক্রুজ ও ডাক ট্যুরস নিয়ে নিল। বিশ্বের সবচে উঁচু নাগরদোলা আছে এখানে। সেখান থেকে বলতে গেলে তুলো মেঘের চাদর সরিয়ে আকাশ ছোঁয়া যায়।

হাঁসের মতো দেখতে একখানা উভচর যান শহরের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ নেমে পড়ে পানিতে।

টেস্ট ধরিয়ে দেয়। নিন্দুকেরা বলে, এসব টেস্টের যা চার্জ হয়, তার একটা বিশেষ অংশ ঢুকে পড়ে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের পকেটে। নইলে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় বাংলাদেশি ডাক্তারদের হাতযশ কিছু কম নেই। আবার সকল ডাক্তার খারাপও নন। অনেকেই আছেন যারা যথেষ্ট মানবিক ও মানসম্পন্ন।

ওরা ছাদখোলা বাসে চড়ে সিঙ্গাপুর শহর ঘুরে দেখছে। যখন খুশি নামছে। ব্রাস বাসা রোডের পুব মাথায় নিকোল হাইওয়েতে সানটেক সিটি মল ওদের চোখ ধাঁধায়। যেমন ঝা-চকচকে দেখতে, তেমনি এর নির্মাণশৈলী। এমন নকশাদার আকাশমুখো ভবন খুব একটা দেখা যায় না।

সেন্তোসা দ্বীপের প্রবেশপথে ভিভোসিটি শপিং মল তৈরির আগে নয় লাখ স্কয়ার ফিট ফ্লোরস্পেসবিশিষ্ট সানটেক সিটি সিঙ্গাপুরের সর্ববৃহৎ শপিং মল ছিল। বিমান থেকে দেখলে একে ঠিক মানুষের হাতের মতো মনে হয়। যেন হাতের পাঁচ আঙুল।

সানটেক সিটি মলের ভেতরে ঢুকে ওরা সারি সারি বিপণি-বিতান ঘুরে দেখছে। জিনিসপত্রের দাম এখানে তুলনামূলক বেশি। তবে খাঁটি জিনিস পাবে। কোনোরকম দু'নম্বরি নেই। নো সাবস্ট্যান্ডার্ড গুড্স। পাওলি বলল। বাজে জিনিস মানেই 'গো ব্যাক টু গার্বেজ'। ফ্যাক্টরিতেও নয়। একবার খুঁত ধরা পড়লে সারাই করেও, 'রিফারবিশ্ড' বলে তাকে, আর শোরুমে পাঠানো যাবে না। ধরা খেলে লাইসেন্সের বারোটা বেজে যাবে। একদম ব্ল্যাক-লিস্টেড।